ইনকিলাব

দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ 13 APR 2009
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৭

ইসলামী ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয়ে এগিয়ে চলেছে

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

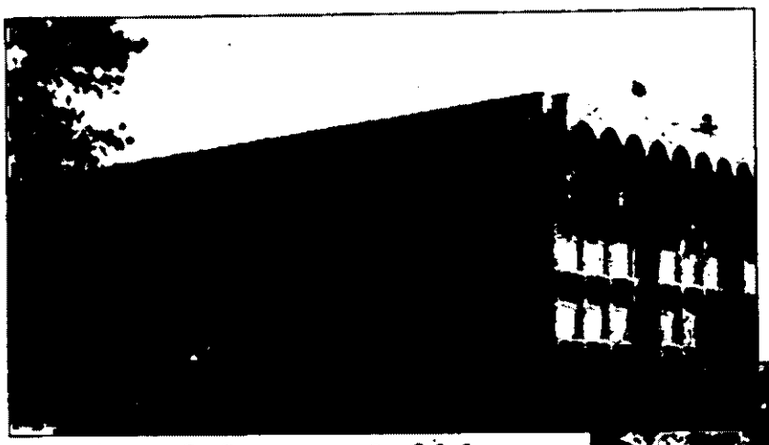

ধর্মতত্ত্ব ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদ ভবন- ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

আলতাফ হোসেন

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও বাউল সম্রাট লালন শাহের স্মৃতিধন্য এবং বাংলা সাহিত্যের প্রাণপুরুষ মীর মশাররফ হোসেনের জন্মস্থান কুষ্টিয়া ও পাগলা কানাই-এর স্মৃতিধন্য ঝিনাইদহ জেলার সন্নিহিত শান্তিডাঙ্গা-দুলালপুর নামক স্থানে ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় অবস্থিত। ইসলামী শিক্ষা ও আধুনিক শিক্ষার সমন্বয় সাধনের লক্ষ্যে শহীদ প্রেসিডেন্ট জিয়াউর রহমান ১৯৭৯ সালে এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা করেন। ইতোমধ্যে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে সারা দেশের ১৪০০ ফাযিল ও কামিল মাদ্রাসাকে ডিগ্রী ও মাস্টার্সের মান দিয়ে অন্তর্ভুক্ত করার এর বিস্তৃতি এখন দেশব্যাপী। একদিকে বিশ্ববিদ্যালয় অন্যদিকে সারা দেশের ১৪০০ মাদ্রাসার দায়িত্বটাও এখন বিশ্ববিদ্যালয়টিকে অন্য এক মর্যাদায় উন্নীত করেছে। দেশের একমাত্র এফিলিয়েটিং ক্ষমতাসম্পন্ন এই বিশ্ববিদ্যালয়টি ভৌত অবকাঠামো ও অবস্থানগত কারণে দক্ষিণ-পশ্চিমাঞ্চলের এক মনোরম পর্যটন কেন্দ্রে পরিণত হয়েছে। প্রতিদিন দেশের শত শত পর্যটক এখানে আসেন। এখানে রয়েছে শিক্ষার্থীদের জন্য ৬টি আবাসিক হল; এর মধ্যে ৪টি ছাত্রদের, ২টি ছাত্রীদের জন্য। প্রাচীর-বেষ্টিত ৫০০ বিঘার এই ক্যাম্পাসটির কালো কালো পিচঢালা পথ আর সবুজের সমারোহ দেখতে বড়ই চিত্তাকর্ষক। ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় নামের কারণে অনেকে মনে করেন এখানে শুধুমাত্র কোরআন হাদীস ও আরবী বিষয়গুলো পড়ানো হয়। কিন্তু এই বিশ্ববিদ্যালয়ে ৫টি অনুষদের অধীনে ২০টি বিভাগ রয়েছে। ধর্মতত্ত্ব ও ইসলামী শিক্ষা অনুষদের অধীনে ৩টি বিভাগ যথাক্রমে- আল কোরআন এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ, আল হাদিস এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ, দা'ওয়া এন্ড ইসলামিক স্টাডিজ। মানবিক ও সমাজ বিজ্ঞান অনুষদের অধীনে ৫টি বিভাগ যথাক্রমে- ইংরেজি, বাংলা, অর্থনীতি, রাষ্ট্রনীতি ও লোকপ্রশাসন, ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি, আরবী ভাষা ও সাহিত্য। আইন ও শরীয়াহ অনুষদের অধীনে ২টি বিভাগ যথাক্রমে- আইন, ফিকহ (ইসলামী আইন)। ব্যবসায় প্রশাসন অনুষদের অধীনে ২টি বিভাগ যথাক্রমে- একাউন্টিং, ম্যানেজমেন্ট। ফলিত রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি অনুষদের অধীনে ৭টি বিভাগ যথাক্রমে- রসায়ন ও রাসায়নিক প্রযুক্তি, কম্পিউটার সাইন্স এন্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ফলিত পদার্থ বিজ্ঞান, ইলেক্ট্রনিকস এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, ফলিত পুষ্টি ও খাদ্য প্রযুক্তি; বায়োটেকনোলজি এন্ড জেনেটিক ইঞ্জিনিয়ারিং, ইনফরমেশন এন্ড কমিউনিকেশন ইঞ্জিনিয়ারিং, গণিত। এছাড়া এখানে ইনস্টিটিউট অব ইসলামিক এডুকেশন এন্ড রিসার্চ (আইআইইআর) নামে একটি ইনস্টিটিউট আছে। আরও আছে একটি কম্পিউটার সেন্টার। এখানে অনার্স ও মাস্টার ডিগ্রীর পাশাপাশি এমফিল ও পিএইচডি ডিগ্রী প্রদান করা হয়। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা বিভিন্ন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় কৃতিত্বের স্বাক্ষর রেখে দেশের গুরুত্বপূর্ণ দায়িত্ব পালন করছে। ক্রীড়াঙ্গনেও রয়েছে গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা অলিম্পিক গেমস্, এশিয়ান গেমস্, সাফ গেমসসহ দেশের বিভিন্ন ক্রীড়া ক্ষেত্রে এই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা রয়েছে।

এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ১০ হাজার শিক্ষার্থীর জন্য ৩১১ জন শিক্ষক আছেন। ২২১ জন কর্মকর্তা, ১৯৯জন সহায়ক কর্মচারী এবং ৩১৫ জন সাধারণ কর্মচারী আছে। তবে স্বাধীন বাংলাদেশের প্রথম প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু সমস্যা চলমান গতিকে টেনে ধরে রেখেছে,। এর মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের পর্যাপ্ত যাতায়াতে বাসের অভাব, বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ঝিনাইদহ রুটের ভাড়াকৃত বাসগুলোর প্রায় সবই নিম্নমানের। এর কোনটি মাঝে মাঝে পথে নষ্ট হয়ে যায়। ফলে শিক্ষার্থীদের পড়তে হয় চরম ভোগান্তিতে। একটি সূত্র জানায়, ঝিনাইদহ বাস মালিক সমিতি বিভিন্ন মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়কে চাপ প্রয়োগ করে তাদের নিম্নমানের গাড়ী ভাড়া দিয়ে থাকে, তাদের গাড়ী ভাড়া না নিলে অন্য কোন গাড়ী তারা ঝিনাইদহ শহরে ঢুকতে দেয় না। অথচ বিশ্ববিদ্যালয়ের বড় ধরনের ব্যয়ের খাতের মধ্যে অন্যতম হলো পরিবহন খাত।

ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রধান গেট

বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন বিভাগে চরম সেশনজট, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরীতে বই, ম্যাগাজিন ও পর্যাপ্ত পরিমাণ আইটি ফেসিলিটির অভাব, আবাসিক হলেরও রয়েছে চরম সংকট। উল্লেখ্য, ১০ হাজার শিক্ষার্থীর মধ্যে মাত্র ২ হাজার শিক্ষার্থী হলে থাকার সুযোগ পায়। বাকিদেরকে কুষ্টিয়া ও ঝিনাইদহ শহরে মেস ভাড়া করে থাকতে হয়। সারা দেশের মাদ্রাসাগুলো এই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে আসলেও এখন পর্যন্ত পৃথক কোন ভবন নির্মাণ হয়নি। উল্লেখিত সমস্যা সম্পর্কে নবনিযুক্ত ভিসি প্রফেসর ড. এম. আলাউদ্দিন ইনকিলাবকে বলেন, ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়কে শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপিঠ হিসেবে গড়ে তুলতে আমাদের সর্বাত্মক প্রচেষ্টা থাকবে। ইতোমধ্যে আমি এবং প্রোভিসি দু'জনই শিক্ষামন্ত্রী, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টাসহ সংশ্লিষ্ট কর্তৃপক্ষের সাথে সাক্ষাত করেছি। নতুন হল, নতুন বিভাগ, পৃথক আরেকটি বিজ্ঞান ভবন, কেন্দ্রীয় মসজিদের বরাদ্দকৃত অর্থ ছাড়সহ মাদ্রাসা দপ্তরের বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনা হয়েছে। আশা করছি, সবার সহযোগিতা পেলে বিভিন্ন সমস্যার সমাধান করা যাবে।